"**শিক্ষার** **হেরফের**" প্রবন্ধটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দেশের শিক্ষা ব্যাবস্থার করুন সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন। এত বছর আগেও যে কথা তিনি তার প্রবন্ধে বলে গিয়েছেন আজ তা একদম বাস্তব রূপে আমরা দেখতে পাই। বর্তমান শিক্ষাব্যাবস্থায় শিক্ষাকে আমাদের ভেতরে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে অতিপ্রয়োজনীয় শিক্ষার সাথে আমাদের অভ্যস্ত হওয়া উচিৎ ছিলো বা যা আমাদের দরকার তা আমরা জোরপূর্বকভাবে নিতে না চাইলেও নিতে হচ্ছে শুধুমাত্র পুথিগত শিক্ষাব্যাবস্থার চাপে পড়ে। জোরপূর্বক ভাবে ইংরেজি শেখার চাপে বাংলাটাও সঠিকরূপে শেখা হয় না প্রচলিত শিক্ষা ব্যাবস্থার জন্য। আমাদের শিশুকালের শিক্ষাদানের সেই শুরুর সময় থেকেই আমাদেরকে ভুল পদ্ধতিতে শেখানো হচ্ছে। অথছ সে সময় আমাদের শিক্ষায় আনন্দ থাকা উচিৎ ছিলো। যা হওয়া উচিৎ ছিলো আমাদের জন্য অতি সহজ বা খেলার ন্যায়, কিন্তু তা রূপ নিলো একপ্রকার প্রচলিত কঠোর পুথিগত শিক্ষাব্যাবস্থায়। এই শিক্ষাব্যাবস্থা আমাদের মানসিক শক্তি হ্রাস করে। শিক্ষাকে আমাদের উপভোগ করার বিপরীতে ইহা হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য মানষিক চাপ।

শিক্ষা সত্যের ন্যায়। কেবলমাত্র মুখস্থ বিদ্যার গন্ডিকে ও পুঁথিগত শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে মানতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ। কবি যেমন বলেছিলেন, “আজি হতে শত বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে।“ সেই উনিশ শতকে বসে কবি গুরু আমাদের বর্তমান সময়ের ও শিক্ষা ব্যাবস্থার হাল ব্যাক্ত করে গিয়েছেন। আমরা সত্যকে জানতে আগ্রহী নই, কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সনদপত্র ও চাকরির উদ্দেশ্যে জোরপূর্বক জ্ঞান অর্জনের নামে মুখস্থবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হচ্ছি। এটি শিক্ষার মূলনীতি হতে পারে না। কেবল্অমাত্র **শিক্ষার** **হেরফের**-ই বলা যায়।